

সাপ্তাহিক ছুটি ও জুমার দিন

মো: জামিলুল বাসার

আল্লাহ সৃষ্টি কর্মে ৬ দিন কাজ করে সপ্তম দিন বিশ্রাম নেন। সে হেতু এই সপ্তম দিনটি সকলের জন্যই বিশ্রাম নেয়ার নির্দেশ আছে অতীত-বর্তমান সকল ঐশী গ্রন্থের মাধ্যমে। তার এই কর্মের দিন তারিখ ও ক্ষণ অস্বীকার করা, মনছুখ হওয়া অথবা রদ-বদল করা মানুষের পক্ষে কখনও উচিৎ নয়। যেমন উচিৎ নয় নির্দিষ্ট দিন তারিখে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার নির্দিষ্ট সময়ের বা মুহূর্তের রদ-বদল; যেমন উচিৎ নয় আপন আপন জন্ম-মৃত্যুর তারিখ ও ক্ষণের রদ-বদল।

ইন্না রাব্বাকুমুল্লা হুল্লাজী খালাক্বাচ্ছামা-ওয়াতি অল আরদ্বা ফী ছিত্তাতি আইয়ামিন ছুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশি। [৭:আরাফ-৫৪] অর্থ: অবশ্যই তোমাদের রব মাত্র ৬ কালে দৃশ্য-অদৃশ্য সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন।

কোরানসহ অতীতের সকল ঐশী গ্রন্থের আলোকে আল্লাহ ৬ দিন কর্ম করে সপ্তম দিন বিশ্রাম নেন [রূপক]। সপ্তম আরবি ও হিব্রুতে ছাব্বাত বা ছাব্বত এবং ইংরেজিতে ‘স্যাটারডে’ এবং বাংলায় শনিবার বলে। শনিবার যে সপ্তাহের সপ্তম দিন তাতে কোন জাতিরই সন্দেহ বা সংশয় নেই। কিন্তু খ্রিস্টানদের আলেমগণ একমাত্র হিংসা ও অহংকারের কারণে ইহুদি থেকে নিজেদের এবং জাতিকে পৃথক করার অপচেষ্টায় তোরাহ ও ইঞ্জিলের ৭টি দিনের নাম যথাক্রমে : ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম দিনগুলিকে গ্রহ নক্ষত্রের নামে পরিবর্তন করে ‘সোমবারকে’ সাপ্তাহের প্রথম দিন ও ‘রবিবারকে’ ৭ম দিন বলে ঘোষণা করেন। যদিও এমনকি তাদের প্রচলিত টেস্টামেন্ট বাইবেলে ‘স্যাটারডে’কে ছাব্বাত অর্থাৎ ৭ম দিন, অর্থাৎ শনিবার বলে ঘোষিত আছে।

সানডে’কে ৭ম দিবস ও ছুটির দিন ঘোষণার বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের কোন একটি উপ-দল প্রকাশ্যে সোচ্চার হয়েছেন। তাদের দাবী যে, সাপ্তাহের ৭ম দিন এবং ছুটির দিন ‘শনিবার’, ‘রবিবার’ নয়। তাদের প্রচারিত বিজ্ঞাপনের দু’টি লাইন নিম্নে দেয়া হলো :

“---Historians and Prominent Church Leaders of different religious backgrounds acknowledge that there is no Scriptural evidence in favor of Sunday observance-.”

খ্রিস্টানদের অবিকল অনুকরণেই আরবের আলেমগণ ৬ষ্ঠ দিনকে ‘জুময়া’ নাম দিয়ে [যার নাম ছিল ইয়াওমুচ্ছিদ্দাত অর্থাৎ ৬ষ্ঠ দিবস, শুক্রবার] ৭ম দিন ‘শনিবারকে’ ১ম ও শুক্রবারকে ৭ম দিন হিসাবে ঘোষণা করেন। এবং উহার স্বপক্ষে কোরানের সমর্থন না পেয়ে মহানবীর নামে হাদিস রচনা করেন।

হজ্জ-রোজার মতই সাপ্তাহিক ছুটি ইসলামের একটি মৌলিক বিধান; এর সমাধান কোরানে থাকতেই হবে এবং আছেও। অস্বীকার করার অর্থ কোরানকে অপূর্ণ ঘোষণা করা। কোরানে আরও আছে যে, ‘রাছুল নিজের তরফ থেকে কোন বিধান রচনা করলে তাঁর জীবণ ধমনী কেটে দেয়া হতো (দ্র: ৬৯: হাক্বা-৪৪-৪৭) কোরান মোতাবেক যারা বিচার-মীমাংসা ও বিধান দেয় না তারাই কাফের, ফাসেক ও জালেম। (৫: মায়েদা-৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮)।

পক্ষান্তরে মহানবীর নামে রচিত কোরান বিরুদ্ধ হাদিস নামে বেদাৎ (নতুন) শরিয়তি আইনটির পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের জন্য তৎকালীন আরব বাদশাহগণ নতুন ঘোষিত ক্যালেন্ডার অনুসারে শুক্রবারে যে বৎসর হজ্জের দিন পড়ে, সে বৎসর হজ্জ আগত দেশী-বিদেশী হাজীদের একটি কোর্তা দান করতেন। হাজীগণ ঐ ভিক্ষা পেয়ে ইসলামের মহা খেদমতগার হিসাবে বাদশাহর স্তুতি গান গেয়ে কথিত ‘আকবরী’ হজ্জের অতিরিক্ত ছোয়াব ‘কোর্তা’ গায়ে দিয়ে দেশে ফিরে ওয়াজ-নাছহতের রেট বৃদ্ধি করেন।

মুসলিম বিশ্বের কোরান ঘোষিত সাপ্তাহের ৭ম দিন ও বছরের হজ্জের দিনক্ষণ একমাত্র আরবের বাদশাহগণ আপন খেয়াল খুশি ও স্বার্থের অনুকূলে রদ-বদল করা কোরান বিরুদ্ধ জেনেও অবিকল খ্রিস্টানদের অনুকরণে তারা তা করছেন এবং বিশ্বের সকল আলেম-আল্লামা, বোর্জগানে ধীনগণ তা রহস্যজনক কারনে মুখ বুঁজে অনুকরণ করে চলছেন!

আরব বিশ্বের সাপ্তাহিক নামগুলি পূর্বে নিম্নরূপ ছিল:

ইয়াওমুল আহাদ [১ম দিবস] রবিবার, ইয়াওমুল ইসনাইন [২য় দিবস] সোমবার, ইয়াওমুচ্ছালাছা [৩য় দিবস] মঙ্গলবার, ইয়াওমুল আরবায়্যা [৪র্থ দিবস] বুধবার, ইয়াওমুল খামিছ [৫ম দিবস] বৃহস্পতিবার, ইয়াওমুছছেত্তাত [৬ষ্ঠ দিবস] শুক্রবার, ইয়াওমুছছাবত [৭ম দিবস] শনিবার।

বর্তমানে ইয়াওমুসছেত্তাত [৬ষ্ঠ দিবস] শুক্রবারকে হঠাৎ করে পাল্টিয়ে ‘ইয়াওমুল জুময়া’ নাম দিয়ে সাপ্তাহের ছুটির দিন ও ৭ম দিন ঘোষণা করেন; পক্ষান্তরে শনিবারের নাম ‘ইয়াওমুচ্ছাবত’ অর্থাৎ ৭ম দিবস তাও ঠিক রাখেন। সে কারণে কোরানে বর্ণিত ৭ম দিবস শনিবারকে সাপ্তাহের ১ম দিবস এবং শুক্রবারকে ছুটির দিন ৭ম দিবস হিসাবে পালিত হয়; বাকি দিনগুলির নাম ও ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী সংশোধন করেন নি, বরং পূর্ববৎ ঠিকই রাখেন; ফলে আরবি সাপ্তাহের নামগুলি যথাক্রমে: বলা, লেখা, পালন ও বিশ্বাসে এমন গোঁজামিল ও বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে, যা একটি মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয়। বর্তমানে তাদের সাপ্তাহের নাম উচ্চারণ ও পালনের নিম্ন বর্ণিত চিত্রটি লক্ষণীয় :

আরবী দিনের নাম	অর্থ	বাংলা নাম	আরবগণ পালন করেন
ইয়ামুচ্ছাবত	৭ম দিবস	শনি	১ম দিবস হিসাবে।
ইয়াওমুল আহাদ	১ম দিবস	রবি	২য় ঐ ঐ
ইয়াওমুল ইছনাইন	২য় দিবস	সোম	৩য় ঐ ঐ
ইয়াওমুচ্ছালাছা	৩য় দিবস	মঙ্গল	৪র্থ ঐ ঐ
ইয়াওমুল আরবায়্যা	৪র্থ দিবস	বুধ	৫ম ঐ ঐ
ইয়াওমুল খামিছ	৫ম দিবস	বৃহস্পতি	৬ষ্ঠ ঐ ঐ
ইয়াওমুল জুময়া	সমাবেশ দিন	শুক্র	জুময়া দিন হিসাবে

[তা'দের ৭ম দিবস নেই]

শনিবার পালন অস্বীকারকারীদের শাস্তি ও কঠিন হুশিয়ারি একান্ত লক্ষ্যণীয়:

১. অছ আলহুম-- ইয়াফ-ছুকুন। [৭:আরাফ-১৬৩] অর্থ: তাহাদিগকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তারা ৭ম দিবস শনিবার সম্বন্ধীয় বিষয় সীমা লঙ্ঘন করেছিল। শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসতো, কিন্তু যেদিন থেকে তারা শনিবার পালন অস্বীকার করলো, সেদিন থেকে মাছও তাদের নিকট আসতো না; এভাবে তাহাদিগকে পরীক্ষা করে ছিলাম, যেহেতু তারা সত্য ত্যাগ করত।
২. অ লাক্বাদ‘আলীমতুমুল্লাজীনা’-- মুত্তাকীন ৥[২:বাকারা-৬৫,৬৬]। অর্থ: তোমাদেরই পূর্ব পুরুষ যারা সপ্তম দিবস, শনিবারকে অস্বীকার করেছিল, তাহাদিগকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জানো। আমি তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়েছিলাম-‘তোমরা ঘৃণিত বানর হও।’ আমি ইহা তাদের সম-সাময়িক ও পরবর্তীগণের সতর্ক হওয়ার জন্য দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি।

আল্লাহ তথা প্রকৃতির আইন একমাত্র হিংসা, বিদ্বেষের কারণে দেশ দল ভেদে গোঁজামিল বা অস্বীকার করার ব্যর্থ অপচেষ্টা কুফুরি হেতু উহার পরিণতিও অতি ভয়াবহ। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের চরম অরাজকতা তথা নৈতিক অবক্ষয় এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

কোরানে ‘জুময়া’ নামে একটি ছুঁরা আছে; যার অর্থ সমাবেশ বা জামাত; ইহা সাপ্তাহিক একটি দিনের নামও নয় বা ৭ম দিনও নয়। সেখানে উল্লেখ আছে:

ইয়া-আইয়্যাহাল্লাজীনা-- ইজা-নুদিইয়্যালিচ্ছালা-তি--তা‘লামুন। [৬২:জুময়া-৯] অর্থ: হে ভক্তগণ! সমাবেশের দিনে [অর্থাৎ ৭ম দিন, শুক্রবার নয়] যখন প্রার্থনার জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর, ইহাই তোমাদিগের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পার।

নামাজের এই নির্দিষ্ট সমাবেশটি তোরাহ, ইঞ্জিলে সাপ্তাহের ৭ম দিন অর্থাৎ শনিবারটিই ধার্য করা আছে এবং কোরানে ইহারই ইঞ্জিত এবং সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। শনিবার যে ৭ম দিন তা উপরে বর্ণিত আরবের প্রচলিত গোজামিল দেয়া সাপ্তাহিক ক্যালেন্ডারেও তার সাক্ষ্য বহন করে। অতএব এক্ষণে দেশ, দল ভেদে স্ব-স্ব ঐশী গ্রন্থের সম্মানার্থে আল্লাহ-রাছুল

তথা প্রকৃতির বিধান মেনে নিয়ে অন্তত এবং আপাতত একটি বিষয় একাত্মতা স্বীকার করে ৭ম দিবস শনিবারটি সমগ্র বিশ্বে ছুটির দিন হিসাবে গ্রহণ করে আল্লাহ-রাহুলদের আনুগত্য প্রমাণ করা অত্যাবশ্যকীয়। এতে সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি পূরণেও সাহায্য করবে।

নিম্নবর্ণিত আয়াতটির আলোকে কতিপয় মনীষীগণ মনে করেন যে পুরো ঐ দিনটি কাজকর্ম বন্ধ রাখার কোন আদেশ কোরানে নেই; কোরানে আছে নামাজের সময়টুকু মাত্র কাজকর্ম বন্ধ রাখতে; অতঃপর নামাজ শেষে যার যার কাজে ছড়িয়ে পড়তে। দেখুন:

ফাএজা কুদিয়াতিচ্ছালাতু-- তুফলেহুন। [৬২:জুমরা-১০] অর্থ: অতঃপর নামাজ শেষে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর যেন তোমরা সফলকাম হও।

আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখা দরকার যে জুমার বা সমাবেশের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একমাত্র দলবদ্ধভাবে কয়েক মিনিটে কয়েক রাকাত নামাজই যথেষ্ট নয়। জামাত বা সমাবেশ বললেই অবশ্য অবশ্যই বুঝতে হবে যে সর্বসাধারণের সার্বিক এবং আর্থসামাজিক স্বার্থেই জনসমাবেশ। অতএব স্ব-স্ব এলাকার জনসাধারণ এই সমাবেশে যোগদান করে গত ৬ দিনের কার্য বিবরণী আলোচনা, সমালোচনা, শাসন, বিচার ইত্যাদির যাবতীয় সমস্যার সমাধান এবং আগামী ৬ দিনের কর্মসূচীর প্রস্তাবনা গ্রহণ; অতঃপর সে মোতাবেক কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে। মসজিদ একমাত্র নামাজের জন্যই নয় বরং এটি প্রধান কার্যালয় কাবারই সর্বনিম্ন শাখা আর ইমাম/চেয়ারম্যান তার অধিকর্তা; তার দায়িত্ব কাবার/সরকারের প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে নগদ নগদ ছোয়াব জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া। জামাতের নামাজের অতিরিক্ত ছোয়াবের বাস্তব স্বীকৃতি এখানেই এবং এরই ফলাফল ভোগ করবে পরকালেও। অতএব ঐ জুমার সময়কাল কোন অবস্থাতেই কয়েক রাকাত নামাজ বা ১০/১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। আর তাই জামাত শেষে কাজের সময় থাকতেও পারে আর নাও পারে। সুতরাং সাপ্তাহের নির্দিষ্ট ১/২টি দিন যখন বিশ্ববাসী অবসর হিসাবে পালন করছেই তখন ৭ম দিন শনিবারটিই চূড়ান্ত হিসাবে গ্রহণীয় বটে! তবে তৃতীয় বিশ্ব বা অনুন্নত দেশের জন্য ২ দিন ছুটি গরীবের ঘোড়া রোগ তথা আত্মঘাতী মূলক।

বিনীত-

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট

ইয়ং মুসলিম সোসাইটি

বাংলাদেশ-কানাডা

info: sangsker@yahoo.com/Web: youngmuslimsociety.com